দৈনিক ইত্তেফাক

25

তারিখ ... ... DEC..1 4 1999
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

মানবিক উন্নয়নে শিক্ষা ও বই

আতিউর রহমান

১. ভূমিকা ঃ পরিবর্তনশীল পৃথিবীকে দেখতে হবে নয়া চোখে

পৃথিবীটা বদলে যাচ্ছে। প্রতিদিন একেকটি পরিবর্তন আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ছে। বাইরে থেকে আসা পরিবর্তনের এই দমকা হাওয়ায় আমরা স্থির থাকতে পারছি না। মনের যে দৃঢ়তা থাকলে এই পরিবর্তনের ধারাকে আত্মস্থ ক'রে নিজেদের কল্যাণে তাকে কাজে লাগাতে পারতাম তা' আমাদের মধ্যে নেই। মনের যে দৈন্যের কারণে মানুষ সকল দিকেই মরতে বসেছে তার মূলে রয়েছে একাকীত্ব। একের সঙ্গে অন্যের বিচ্ছিন্নতা। মনের দিক থেকে আমাদের এই ছাড়াছাড়া ভাবটিই যে-জাতির ইতিবাচক বিকাশের প্রধান বাধা সে-কথা বহু আগেই রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন। 'সমবায়-১' প্রবন্ধে (রর চতুর্দশ খন্ড, পৃঃ ৩১৩) তিনি লিখেছেন, "মানুষ খাটো হয় কোথায়। যেখানে সে দশজনের সঙ্গে ভালো করিয়া মিলিতে পারে না। পরস্পরের মিলিয়া যে-মানুষ সেই মানুষই পুরা, একলা মানুষ টুকরো মাত্র। এটা তো দেখা গেছে ছেলেবেলায় একলা পড়িলে ভূতের ভয় হইত। বস্তুত এই ভূতের ভয়টা একলা মানুষের নিজের দুর্বলতারই ভয়। আমাদের বারোআনা ভয়ই এই ভূতের ভয়। সেটার গোড়াকার কথাই এই যে, আমরা মিলি নাই, আমরা ছড়াইয়া আছি। ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, দারিদ্র্যের ভয়টাও এই ভূতের ভয়, এটা কাটিয়া যায় যদি আমরা দল বাঁধিয়া দাঁড়াইতে পারি।"

মানুষের মধ্যে মনের এই মিল ঘটাতে চাই উপযুক্ত শিক্ষা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরেও মানুষ এ শিক্ষা পেতে পারে অনানুষ্ঠানিক নানা পদ্ধতিতে। উপযুক্ত তথ্য লেন-দেনের মাধ্যমে এ শিক্ষা আরো পোক্ত হতে পারে। আজকের বিশ্ব আসলে তথ্য বিন্যাসের বিশ্ব। নানা তথ্যকে সমন্বিত করেই মানুষ এগিয়ে যেতে পারে। কিছু দেশ এগিয়েও যাচ্ছে জ্ঞানের যথোপযুক্ত সৃজন ও ব্যবহারের মাধ্যমে। জ্ঞানের ওপর অধিকার আজ সম্পদের ওপর অধিকারের মতোই গুরুত্ব পাচ্ছে (বিশ্বব্যাংক, ১৯৯১)। বিশ্বব্যাংকের চলতি বছরের উন্নয়ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "... economies are built not merely through the accumulation of physical capital and human skill, but on a foundation of information, learning and adaptation",. World Bank, Knowledge for Development Oxford University press, 1993, (foreword). জ্ঞানের ওপর এই অধিকার বিস্তৃতি লাভ করলেই মানুষ তেমন বিচ্ছিন্নতাবোধ করবে না। পাশাপাশি পুরোনো দিনের ধ্যান-ধারণা যা মানুষকে ও পৃথিবীকে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করতো, অর্থ ও প্রযুক্তির জোরে সীমাহীন একরৈখিক বস্তুগত প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েই চলবে বলে আশ্বাস দিতো, তাকেই সত্যি সত্যি উন্নয়ন বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতো, মনে হয় তার দিন ফুরিয়ে আসছে। মানুষ আজ নয়া চোখে বিশ্বকে দেখতে চাইছেন। নতুন ক'রে এই দেখার মূলেও রয়েছে সমন্বিত, পরস্পর নির্ভরশীল এক মানবিক বিশ্ব। পরিবেশ সহায়ক টেকসই বিশ্ব। সমাজের অন্তর্নিহিত সৃজনশীলতার পক্ষের বিশ্ব। মননশীল এক নয়া পৃথিবী। এই প্রেক্ষাপট মনে রেখেই আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে তিনটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করতে চাইছি। এক. টেকসই মানবিক উন্নয়ন ধারণার রূপরেখা; দুই. শিক্ষা ও মানবিক উন্নয়ন এবং তিন. মানবিক উন্নয়নের বইয়ের ভূমিকা।

২. টেকসই মানবিক উন্নয়নঃ মানবিক উন্নয়নে শিক্ষা এবং এর বিকাশে বই-এর ভূমিকা ঃ

উন্নয়ন ভাবনাকে ঘিরে হালে হাজারো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটেও পুরানো তত্ত্বগুলোর প্রয়োগযোগ্যতা নিয়ে অনেকেই আজ সন্দেহ পোষণ করছেন। মাথাপিছু আয় কিংবা জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির মতো সংকীর্ণ সূচকগুলোর হাতে উন্নয়নকে ছেড়ে দিয়ে আমরা অনেকেই স্বস্তি পাচ্ছি না। অনেকেই এখন ধীরে ধীরে একরৈখিক এই ধারণার বাইরে গিয়ে উন্নয়নকে বহুমাত্রিকতার আলোকে দেখতে চাইছেন। অমর্ত্য সেন, মাহবুবুল হক, আনিসুর রহমান প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের প্রয়াস এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ ক'রে, মানুষকে ঘিরে যে উন্নয়ন তার জীবনের জন্য অপরিহার্য আত্মমর্যাদাবোধ, নৈতিকতা, স্বাধীনতা, সাম্য, পরিবেশ সচেতনতা ইত্যাদি। এই পরস্পরনির্ভর বিষয়গুলো ক্রমেই উঠে আসছে হালের অর্থনীতি চর্চায়। উন্নয়নের এসব সূচক অর্জনে মানুষকে সক্ষম ক'রে তোলার মাধ্যমে মানুষকে উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশকে নয়া ধারার উন্নয়নে উত্তরণের পথ হিসেবে আজকাল চিহ্নিত করা হচ্ছে। উন্নয়নের সংজ্ঞায় বিভিন্ন মানবিকতার মাত্রাযোগ করার কারণে নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে ইতোমধ্যেই 'অর্থনীতির বিবেক' বলে সম্বোধন করা হচ্ছে। তবে মূলধারার অর্থনীতি এখনও এই নয়া ধারাকে পুরোপুরি গ্রহণ ক'রে উঠতে পারেনি। তবে মূলধারাও নড়েচড়ে বসছে।

> তাই চাই মানবিক উন্নয়নের নবতর উন্নয়নধারা, যা মানুষের দিগন্তকে প্রসারিত করবে, পছন্দের মাত্রাকে দেবে ছাড়িয়ে, নিরাপত্তাহীনতা, বৈষম্যহীনতাকে ঘুচিয়ে ক্ষমতায়নের পরিধিকে দেবে বাড়িয়ে, হবে অংশীদারিত্বমূলক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতিবোধকে করবে সুদৃঢ়, সামাজিক উত্তরণের ক্ষেত্রে পরিবেশ তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনকে দেবে বিশেষ গুরুত্ব। আর তা নিশ্চিত করতে চাইলে আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হতে হবে শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করা। কেবল ব্যক্তিগত শিক্ষাই নয়, প্রয়োজন সামাজিক শিক্ষা ও social learning। আরো প্রয়োজন সেই শিক্ষাকে সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

সমাজতান্ত্রিক ধারার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কিংবা মুক্ত অবারিত বাজার ব্যবস্থায় কিংবা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু'এর পরীক্ষামূলক সমন্বয় এখনো তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে এ-নতুন ধারার উন্নয়নের ধারণাকে আন্তরিকভাবে আত্মীকৃত করতে সক্ষম হচ্ছে না। আর সে কারণেই জাতিসংঘসহ অনেক সংবেদনশীল প্রতিষ্ঠান মনে করে যে, প্রচলিত উন্নয়ন ধারণাকে ঘিরে যে সংশয় দেখা দিয়েছে তা ধীরে ধীরে এর সংকটে রূপ নিতে যাচ্ছে। আইএমএফ স্বীকার না করলেও বিশ্বব্যাংক এই ভাবনার সংকটের কথা হালে আকারে-ইঙ্গিতে মেনে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। তবে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা নয়া ধারার এই উন্নয়ন ভাবনার ধারে-কাছেও নেই। অথচ তারই প্রত্যক্ষ মদদে চলছে বিশ্ববাণিজ্য। চলছে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া। তা সত্ত্বেও উন্নয়ন প্রত্যয়টিকে ঘিরে সংকটের শেষ নেই। ইউএনডিপি প্রকাশিত Sustainable Human Development নামক এক পুস্তিকাতে এ প্রসঙ্গে প্রচলিত উন্নয়ন ভাবনাতে তিনটি সংকটের ইংগিত করেছেন।

ক. প্রচলিত উন্নয়ন ধারা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও তার প্রতি মানুষের আস্থার ধস নামিয়েছে;

খ. মুক্তবাজার অর্থনীতির পক্ষ নিতে গিয়ে অর্থনীতি ও সমাজে দারুণ অনিশ্চয়তা ও অস্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছে। এর ফলে দীর্ঘদিন থেকে যে বাজার অর্থনীতির সঙ্গে ওঠ্-বস করছেন সাধারণ মানুষ, তাদের মনেই বাজারের প্রতি আস্থার অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শুধু অর্থের লোভে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করা, রাষ্ট্রের কার্যকারিতা বিনষ্ট করা এবং সামাজিক মূল্যের প্রতি সচেতনতা না দেখিয়ে শুধু 'গেটিং প্রাইসেস রাইট' বা দরদাম ঠিক রাখার নামে মৌলবাদী অর্থনীতি চালু করার লক্ষ্যে একরৈখিক সব নীতি ভাবনার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ বেশ দুর্ভাবনাতেই পড়েছে।

গ. প্রচলিত উন্নয়ন ভাবনায় বৈজ্ঞানিক নীতিবাক্যের কথা থাকলেও সেখানে বহুমত, সাধারণের প্রজ্ঞা ও পুনর্ভাবনার সুযোগ খুবই কম। একরৈখিক এ-ভাবনা বড়ো উন্নাসিক, দুর্বিনীতি ও সুনিশ্চিত। জীবনের বাস্তবতা এবং মানুষের চাওয়া-পাওয়া বোধ হয় এতোটা সরলরৈখিক ও সুনিপুণ নয়। জীবন জটিল। সেজন্য উন্নয়নও হতে পারে বহুমাত্রিক, জটিল ও বহু বিষয়ে স্পর্শকাতর । কিন্তু এক ধাঁচের ফর্মায় ফেলে তাকে সর্বজনগ্রাহী করার প্রবণতাকে তাই অনেকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন।

এসব কারণেই জাতিসংঘ দাবি করছে যে-প্রচলিত উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে আরো প্রশ্ন তোলা হোক এবং নিচের কয়েকটি দিক এর সাথে যুক্ত করা হোক:

- প্রকৃতি ও সমাজে যে বহুমুখিন প্রবণতা রয়েছে সেসবের প্রতিফলন ঘটুক উন্নয়ন ভাবনায়;.
- ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রাম, অর্জনের মতো গুণগত বিষয়কেও উপকরণ করা হোক নয়া উন্নয়ন ভাবনায়;
- সমাজের ভিতরে যে সহমর্মিতা, সংবেদনশীলতা ও বিপদে-আপদে এক হবার প্রবণতা রয়েছে, সংগঠন করার অভিপ্রায় রয়েছে, মানবিক চেতনায় উদ্ভাসিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে সে সবকিছুকেই কাজে লাগানো হোক নয়া উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগ করার সময়। এই নয়া ধারার উন্নয়নকেই টেকসই মানবিক উন্নয়ন বলা হচ্ছে। এই ধারায় যেসব বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোর মধ্যে রয়েছে;
- ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুযোগ-সুবিধা সংকোচন না করেও বর্তমান প্রজন্মের পছন্দ ও সুযোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা;
- সকল মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি না করেও জীবনের মান বৃদ্ধি করা;
- সমাজ ও রাজনীতিতে মানুষে মানুষে সংযোগ বৃদ্ধি করা;
- জোর ক'রে চাপিয়ে না দিয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা;
- স্থানীয় চাহিদার আলোকে স্থানীয় সুশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- সর্বত্র নাগরিকদের সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা;

এমন ধাঁচের মানবিক উন্নয়নের জন্য মুক্ত বাজার বা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত কোনো অর্থনীতিই যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন হবে ব্যক্তির চাওয়া-পাওয়া ও সমাজের চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে সুন্দর একটি ভারসাম্য তৈরি করা। স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য রক্ষা করা। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সমাজের শ্রী-বৃদ্ধির জন্য যে বিনিয়োগ করা হবে আখেরে তা যেন ব্যক্তির অধিকার ও আকাঙ্ক্ষাকে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে না দেয় সেদিকে সর্বক্ষণ সচেতন থাকতে হবে। আবার ব্যক্তির লোভ ও লাভ যেন সমাজের অন্তর্নিহিত আত্মীয়তার বন্ধনকেও ছিন্ন ভিন্ন না করে ফেলে।

যে সমাজ তার অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদের ভুল শুধরে নেবার সুযোগ ক'রে দেয় সেই সমাজেই নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সৃজনশীলতা চোখে পড়ে। সমাজের অন্তর থেকে উৎসারিত এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ফসলের মালিক হবেন সেই সমাজের মানুষেরা। সেই মানুষেরাই পারবেন নিজেদের মতো করে বেঁচে থাকার উন্নয়ন এজেন্ডা তৈরি করতে। সেই উন্নয়ন এজেন্ডার স্বত্ব নিয়ে সাধারণের মনের কোনো দ্বিধা থাকবে না। টেকসই মানবিক উন্নয়ন তেমন একটি স্বকীয় ধারার ইংগিতই দিতে চাইছে। কাড়ি কাড়ি প্রকল্প প্রণয়ন ক'রে এ ধারার সৃজনশীল উন্নয়ন উদ্যোগ নিশ্চিত করা সম্ভব নয় । কেননা, প্রকল্প মনগড়া 'টাইম ফ্রেম' আরোপ করে। কতিপয়ের ভাবনাকেই প্রাধান্য দেয়। অনেকের সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত কোনো সময়ের সীমানা প্রকল্প মানতে চায় না। ফলে প্রকল্পায়নের মধ্যে দিয়ে আকাঙ্ক্ষিত প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। এরকম পরিবেশে সাধারণ মানুষ দলবেঁধে সৃষ্টি কর্মে উন্মাতাল হতে পারেন না। তারা বরাবরের মতো ছাড়া ছাড়াই থেকে যান।

জাতিসংঘের সমর্থিত এই নয়া ধারার উন্নয়ন চিন্তায় এক পর্যায়ে সামাজিক পুঁজির Social capital ওপর গুরুত্ব আরোপের চেষ্টা করা হয়েছে। 'মানুষ মানুষের জন্য', 'মানবিক সৌহার্দ্যই সম্মিলিতভাবে বাঁচার পথ', এমন নয়ামাত্রিক ভাবনা যোগ করার মধ্য দিয়ে জাতিসংঘের টেকসই মানব উন্নয়ন ধারণাটি আরো সুসংহত ও গ্রহণযোগ্য হতে পেরেছে। মানব উন্নয়ন Human Development এবং টেকসই উন্নয়ন Sustainable Development এই দুই-এর সমন্বয়ই হচ্ছে টেকসই মানব উন্নয়ন Sustainable Human Development। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বঞ্চিত না করে সামাজিক পুঁজি গঠনের মাধ্যমে এবং সম্ভাব্য সর্বাধিক সাম্যের ভিত্তিতে মানুষের পছন্দ এবং সক্ষমতার দিগন্তকে প্রসারিত করবে এই টেকসই মানব উন্নয়ন। জাতিসংঘের মতেঃ "Sustainable Human Development ... can be defined as the enlargement of people's choices and capabilities through the formation of social capital so as to meet as equitably possible the needs of current generation without compromising the needs of future ones" (Banuri etal, UNDP, 1994, P.7) শুধু তাই নয়, বলা হচ্ছে সমাজ-নীতি, আদর্শ এবং বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হতে হবে এই নব্য ধারার উন্নয়নকে।

মূখ্যত মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির ধারণাটির বিকাশের মধ্যে দিয়েই সার্থক হতে পারে নয়া ধারার এই উন্নয়ন প্রত্যয়টি। আর ব্যাপক দরিদ্র মানুষের জন্য সক্ষমতার ভ্রূণ লুকিয়ে থাকে শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের মাঝে। যেকেনো একটি বিষয় বা বৃত্তির উপর সঠিক জ্ঞান বা দখল মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে লড়াকু এক আশাবাদী প্রত্যয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভায় আলোকিত সৃজনশীল মানুষের পক্ষেই সম্ভব যেকোনো ধরনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আজকের দিনে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া একরৈখিক উন্নয়নের 'স্ট্রেইট জ্যাকেট'কে মোকাবেলা করতে হলেও চাই অসংখ্য শিক্ষিত আলোকিত মানুষের সম্মিলিত নৈতিক প্রতিরোধ।

তাই চাই মানবিক উন্নয়নের নবতর উন্নয়নধারা, যা মানুষের দিগন্তকে প্রসারিত করবে, পছন্দের মাত্রাকে দেবে ছাড়িয়ে, নিরাপত্তাহীনতা, বৈষম্যহীনতাকে ঘুচিয়ে ক্ষমতায়নের পরিধিকে দেবে বাড়িয়ে, হবে অংশীদারিত্বমূলক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতিবোধকে করবে সুদৃঢ়, সামাজিক উত্তরণের ক্ষেত্রে পরিবেশ তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজনকে দেবে বিশেষ গুরুত্ব। আর তা নিশ্চিত করতে চাইলে আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হতে হবে শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিধিকে প্রসারিত করা। কেবল ব্যক্তিগত শিক্ষাই নয়, প্রয়োজন সামাজিক শিক্ষা ও social learning। আরো প্রয়োজন সেই শিক্ষাকে সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সক্ষমতার ক্ষেত্রেও ব্যক্তি মানুষের সক্ষম হওয়ার পাশাপাশি আমাদের সামাজিক সক্ষমতার পরিবৃদ্ধি ঘটাতে হবে। আর এভাবেই বিকশিত হবে সামাজিক পুঁজি। যে সমাজে সামাজিক পুঁজির সঞ্চয়ন যত বেশী হবে সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে সমাজ ব্যষ্টির অন্তস্ত তৎপরতা গুলোকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে-সামাজিক সিদ্ধান্তসমূহ তখন হবে গণতান্ত্রিক, অংশগ্রহণমূলক। এর ফলে উন্নয়ন ও কল্যাণ বয়ে আনবে সমষ্টির জন্য। আর এভাবেই উন্নয়ন কেবল মানবিকই হবে না, হবে স্ববারিত এবং টেকসই। (চলবে)